রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৬, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**
**হজ অনুবিভাগ**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ২৮ বৈশাখ ১৪২৯/১১ মে ২০২২

**১৪৪৩ হিজরি/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ এর হজ প্যাকেজ**

নং **১৬.০০.০০০০.০০৩.৪০.০০২.২২-৪১৬**—১৪৪৩ হিজরি সনের ৯ জিলহজ তারিখে (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুলাই) সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমন করা যাবে। বাংলাদেশ হতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪,০০০ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫৩,৩৮৫ জনসহ সর্বমোট ৫৭,৫৮৫ জন হজযাত্রী পবিত্র হজ পালন করতে পারবেন। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে সৌদি সরকার কর্তৃক হজের ঘোষণার বিলম্বের জন্য এবং এখন পর্যন্ত সৌদি আরব হতে প্রকৃত খরচের বিবরণী না পাওয়ায় সম্ভাব্য ব্যয় বিবেচনা করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপভাবে হজ প্যাকেজ নির্ধারণ করা হলো।

২। **<u>সরকারি ব্যবস্থাপনা</u>**

২.১ সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ গমনেচ্ছু প্রত্যেক যাত্রীর জন্য **প্যাকেজ -১** এ মোট খরচ ৫,২৭,৩৪০.০০ (পাঁচ লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা মাত্র নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হ'ল :

| **ক্র.নং** | **ব্যয়ের খাতসমূহ** | **টাকা** |
|---|---|---|
| ১. | বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটের -Dedicated Hajj Flight:) | |
| ১.১ | বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া ১,২৮,৩৩১.০০ টাকা, এজেন্ট কমিশন ২,১২৮.০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি ৫০০.০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি, (P7) এবং (P8) (E5), এর উপর ১৫% ভ্যাট ৩৩১.০০ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২,০০০.০০ টাকা, বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি ৮৫১.০০ টাকা, যাত্রী সুরক্ষা ফি ৮৫১.০০ টাকা, সৌদি আরবের বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ৩,৯৬০.০০ টাকা, হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৬৮৪.০০ টাকা, সৌদি আরবে সুরক্ষা চার্জ ৩৮৪.০০ টাকা। | ১,৪০,০০০.০০ |
| | **উপ-মোট (১) =** | ১,৪০,০০০.০০ |



**মূল্য :** টাকা ২৪.০০

| ক্র.নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ২. | **সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য খরচ** | |
| ২.১ | **মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া (ভ্যাটসহ):** মক্কা ও মদিনায় প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি সরকারের নির্ধারিত আয়তনের বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৬২০০ সৌঃরিঃ+মদিনা-১৪০০ সৌঃরিঃ+১% অতিরিক্ত ৭৬ সৌঃরিঃ) ৭৬৭৬.০০ +(১৫% ভ্যাট ১১৫১.৪০)=৮,৮২৭.৪০ সৌঃরিঃ× ২৪.৩০ টাকা। | **২,১৪,৫০৫.৮২** |
| ২.২ | সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ব্যয় (ভ্যাটসহ) (জেনারেল কার সিন্ডিকেট ফি, জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) বাস সার্ভিস ইত্যাদি) : ১৭৫৪.৫৫ সৌদি রিয়াল (১৭৫৪.৫৫ × ২৪.৩০) | **৪২,৬৩৫.৫৬** |
| ২.৩ | উন্নতমানের বাস সার্ভিস বাবদ (১৫% ভ্যাটসহ) : ১৬০ সৌদি রিয়াল (১৬০.০০ × ২৪.৩০) | **৩,৮৮৮.০০** |
| ২.৪ | জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) : ১২.০০ সৌদি রিয়াল (১২×২৪.৩০) | **২৯১.৬০** |
| ২.৫ | অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) : (হজযাত্রীদের মিনা ও আরাফায় তাঁবু, তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা, চাদর, বালিশ, কম্বল সরবরাহ, এয়ারকন্ডিশন ও ওয়াটার কুলার স্থাপন এবং খাবার ও নাস্তা সরবরাহ) ২৫২০.০০ সৌদি রিয়াল (২৫২০ × ২৪.৩০) | **৬১,২৩৬.০০** |
| ২.৬ | ট্রেন ভাড়া (১৫% ভ্যাটসহ): (মিনা-আরাফা ও আরাফা-মুযদালিফা-জামারা): ৩০০.০০ সৌদি রিয়াল (৩০০.০০ ×২৪.৩০) | **৭,২৯০.০০** |
| ২.৭ | জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছার পর আপ্যায়ন (১৫% ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌদি রিয়াল (২০.০০×২৪.৩০) | **৪৮৬.০০** |
| ২.৮ | দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় লাগেজ পরিবহন (১৫% ভ্যাটসহ): (মক্কা ও মদিনা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত) ৩০.০০ সৌদি রিয়াল (৩০ × ২৪.৩০) | **৭২৯.০০** |
| ২.৯ | ভিসা ফি (১৫% ভ্যাটসহ): ৩৪৫ সৌদি রিয়াল (৩৪৫×২৪.৩০) | **৮,৩৮৩.৫০** |
| ২.১০ | ইন্সুরেন্স ফি (১৫% ভ্যাটসহ): ১১০ সৌদি রিয়াল (১১০×২৪.৩০) | **২,৬৭৩.০০** |
| | **উপ-মোট (২) =** | **৩,৪২,১১৮.৪৮** |
| *বি.দ্র.: প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কোনো চার্জ আরোপ করা হলে তা প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে। কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা হাজীদের ফেরত প্রদান করাহবে।* | | |
| ৩ | **অন্যান্য খরচ** | |
| ৩.১ | **স্থানীয় সার্ভিস চার্জ:** আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ, আই.টি সার্ভিস, রুট-টু-মক্কা, হজ ক্যাম্পে প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি | ১০০০.০০ |

| ক্র.নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ৩.২ | হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড): | ২০০.০০ |
| ৩.৩ | প্রশিক্ষণ ফি | ৩০০.০০ |
| ৩.৪ | **খাওয়া খরচ:**<br>(সৌদি আরবে ক্যাটারিং কোম্পানিকে প্রদেয় না হলে হজ অফিস, ঢাকা হতে বিমান যাত্রার পূর্বে ফেরত দেয়া হবে)। | ৩২,০০০.০০ |
| ৩.৫ | হজ গাইড বাবদ : | ১১,৭২২.০০ |
| | **উপ-মোট (৩) =** | **৪৫,২২২.০০** |
| | **সর্বমোট (১+২+৩)=** | **৫,২৭,৩৪০.৪৮ বা ৫,২৭,৩৪০.০০** |
| নোট: | (১) প্যাকেজ-১ এর হজযাত্রীদের পবিত্র হারাম শরীফের বাহিরের চত্বরের সীমানার ৭০০—১০০০ মিটার দূরত্বে আবাসন ব্যবস্থা করা হবে।<br>(২) প্রতি সৌদি রিয়াল বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৪.৩০ টাকা হারে গণ্য করা হয়েছে।<br>(৩) অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত প্রতিটি খাতে ১৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।<br>(৪) প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদত্ত ৫০ সৌ. রি. এবং জেনারেল কার সিন্ডিকেট এর অনুকূলে ১৮ সৌ. রি. সহ মোট ৬৮ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থ ১৫৬৪.০০ (এক হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা প্রদান করবে।<br>(৫) প্রতি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন গাইড নিযুক্ত করা হবে। হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী গাইড হজযাত্রীর পক্ষে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে প্রশাসনিক কার্যাদির সমন্বয় এবং হজযাত্রীদের হজের আহকাম ও আরকান পালনে সহায়তা করবেন। এছাড়া তিনি হজযাত্রীদের ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন। কোনো গাইড কোনো হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হবেন না। | |
| *তাছাড়া প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ অতিরিক্ত ৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১৯,৬৮৩.০০ (উনিশ হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।* | | |

**২.২ সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্যাকেজ-২ এ অন্তর্ভুক্ত প্রতি হজযাত্রীর জন্য মোট খরচ ৪,৬২,১৫০.০০ (চার লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হলো :**

| ক্র.নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ১. | বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটের-Dedicated Hajj Flight) : | |
| ১.১ | বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া ১,২৮,৩৩১.০০ টাকা, এজেন্ট কমিশন ২,১২৮.০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি ৫০০.০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি, (P7) এবং P8 (E5), এর উপর ১৫% ভ্যাট ৩৩১.০০ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২,০০০.০০ টাকা, বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি ৮৫১.০০ টাকা, যাত্রী সুরক্ষা ফি ৮৫১.০০ টাকা, সৌদি আরবের বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ৩,৯৬০.০০ টাকা, হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৬৮৪.০০ টাকা, সৌদি আরবের সুরক্ষা চার্জ ৩৮৪.০০ টাকা। | ১,৪০,০০০.০০ |
| | **উপ-মোট =** | ১,৪০,০০০.০০ |

| ক্র.নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ২. | **সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য খরচ :** | |
| ২.১ | **মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া (ভ্যাটসহ) :**<br>মক্কা ও মদিনায় প্রতি হজযাত্রীর সৌদি সরকারের নির্ধারিত আয়তনের বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৪২০০ সৌঃরিঃ+মদিনা -১৪০০ সৌঃরিঃ+১% অতিরিক্ত ৫৬ সৌঃরিঃ)= ৫,৬৫৬ সৌঃরিঃ+ ১৫% ভ্যাট=৬,৫০৪.৪০ সৌঃরিঃ× ২৪.৩০ টাকা। | **১,৫৮,০৫৬.৯২** |
| ২.২ | সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ব্যয় (ভ্যাটসহ) (জেনারেল কার সিন্ডিকেট ফি জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) বাস সার্ভিস ইত্যাদি ): ১৭৫৪.৫৫ সৌদি রিয়াল (১৭৫৪.৫৫ × ২৪.৩০) | **৪২,৬৩৫.৫৬** |
| ২.৩ | উন্নতমানের বাস সার্ভিস বাবদ (১৫% ভ্যাটসহ) : ১৬০.০০ সৌদি রিয়াল (১৬০.০০ × ২৪.৩০) | **৩,৮৮৮.০০** |
| ২.৪ | জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) : ১২.০০ সৌদি রিয়াল (১২.০০×২৪.৩০) | **২৯১.৬০** |
| ২.৫ | অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) : (হজযাত্রীদের মিনা ও আরাফায় তাঁবু, তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা, চাদর, বালিশ, কম্বল সরবরাহ, এয়ারকন্ডিশন ও ওয়াটার কুলার স্থাপন এবং খাবার ও নাস্তা সরবরাহ) ২৫২০.০০ সৌদি রিয়াল (২৫২০.০০ × ২৪.৩০) | **৬১,২৩৬.২৩** |
| ২.৬ | জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছার পর আপ্যায়ন (১৫% ভ্যাটসহ): ২০.০০ সৌদি রিয়াল (২০.০০× ২৪.৩০) | **৪৮৬.০০** |
| ২.৭ | দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় লাগেজ পরিবহন (১৫% ভ্যাটসহ): (মক্কা ও মদিনা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত) ৩০.০০ সৌদি রিয়াল (৩০ × ২৪.৩০) | **৭২৯.০০** |
| ২.৮ | ভিসা ফি (১৫% ভ্যাটসহ): ৩৪৫ সৌদি রিয়াল (৩৪৫×২৪.৩০) | **৮,৩৮৩.৫০** |
| ২.৯ | ইন্সুরেন্স ফি (১৫% ভ্যাটসহ): ১১০ সৌদি রিয়াল (১১০×২৪.৩০) | **২,৬৭৩.০০** |
| | **উপ-মোট =** | **২,৭৮,৩৭৯.৮১** |
| *বি.দ্র.: প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কোনো চার্জ আরোপ করা হলে তা প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে। কোনো অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা হাজীদের ফেরত প্রদান করা হবে।* | | |
| ৩ | অন্যান্য খরচ : | |
| ৩.১ | **স্থানীয় সার্ভিস চার্জ:**<br>আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ, আই.টি সার্ভিস, রুট-টু-মক্কা, হজ ক্যাম্পে প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি | ১,০০০.০০ |

| ক্র.নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ৩.২ | হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড): | ২০০.০০ |
| ৩.৩ | প্রশিক্ষণ ফি : | ৩০০.০০ |
| ৩.৪ | **খাওয়া খরচ:** (সৌদি আরবে ক্যাটারিং কোম্পানিকে প্রদেয় না হলে হজ অফিস, ঢাকা হতে বিমান যাত্রার পূর্বে ফেরত দেয়া হবে)। | ৩২,০০০.০০ |
| ৩.৫ | হজ গাইড বাবদ: | ১০,২৭০.০০ |
| | **উপ-মোট =** | **৪৩,৭৭০.০০** |
| | **সর্বমোট (১+২+৩)=** | **৪,৬২,১৪৯.৮০ বা ৪,৬২,১৫০.০০** |
| নোট: | (১) প্যাকেজ-২ এর হজযাত্রীদের পবিত্র হারাম শরীফে বাহিরের চত্বরের সীমানার ১০০০—১৫০০ মিটার দূরত্বে আবাসন ব্যবস্থা করা হবে।<br>(২) প্রতি সৌদি রিয়াল বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৪.৩০ টাকা হারে গণ্য করা হয়েছে।<br>(৩) অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত প্রতিটি খাতে ১৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।<br>(৪) প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদত্ত ৫০ সৌ. রি. এবং জেনারেল কার সিন্ডিকেট এর অনুকূলে ১৮ সৌ. রি. সহ মোট ৬৮ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থ ১,৫৬৪ (এক হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা প্রদান করবে।<br>(৫) প্রতি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন গাইড নিযুক্ত করা হবে। হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী গাইড হজযাত্রীর পক্ষে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে প্রশাসনিক কার্যাদির সমন্বয় এবং হজযাত্রীদের হজের আহকাম ও আরকান পালনে সহায়তা করবেন। এছাড়া তিনি হজযাত্রীদের ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন। কোনো গাইড কোনো হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হবেন না। | |
| *তাছাড়া প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ অতিরিক্ত ৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১৯,৬৮৩ (উনিশ হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।* | | |

২.৩ **হজযাত্রীর প্রাপ্য সুবিধাসমূহ:** (ক) হজ ভিসা (খ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সযোগে নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটে সরাসরি সৌদি আরবে যাওয়া-আসার সুযোগ (গ) **প্যাকেজ-১** এর হজযাত্রীগণ মক্কা-আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাহিরের চত্বরের সীমানা থেকে ৭০০—১০০০ মিটার ও মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে ৬০০ মিটারের মধ্যে আবাসন এবং (ঘ) **প্যাকেজ-২** এর হজযাত্রীগণ মক্কা আল মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর চত্বরের সীমানা থেকে ১০০০ থেকে ১৫০০ মিঃ এর মধ্যে আবাসন ও মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে ৬০০ মিটারের মধ্যে আবাসন। ফ্লাইট সিডিউলের কারণে সৌদি আরবে অবস্থানকাল

৩০—৪৫ দিন হতে পারে। মদিনায় অবস্থান সৌদি বাড়ি ভাড়ার ভিত্তিতে ৮ (আট) দিন হতে পারে, তবে ফ্লাইট সিডিউল অথবা অনিবার্য অন্য কোনো কারণে অবস্থানকাল কম/বেশি হতে পারে (চ) ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলে প্রতি জনের জন্য ছোট আকারে ১ (এক)টি খাট, ১টি বিছানা, ১টি বালিশ ও ১টি কম্বল থাকবে (ছ) কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে (জ) ৪-৬ জনের জন্য ১টি সংযুক্ত/কমন গোসলখানা/টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকবে (ঝ) হোটেল/বাড়ির প্রতি কক্ষে/ ফ্লোরে এক বা একাধিক ফ্রিজ এর ব্যবস্থা করা হবে (ঞ) প্রতি হাজীর জন্য মীনার তাঁবুতে সৌদি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা, ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা থাকবে (ট) আরাফায় অবস্থানের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা থাকবে (ঠ) মুজদালিফায় অবস্থানের জন্য হজযাত্রীকে নিজে চাদর/বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। (ড) মিনায় এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন করা হবে এবং মুজদালিফায় হজযাত্রীকে নিজ দায়িত্বে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে (ঢ) জেদ্দা-মক্কা, মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মিনা-মক্কা, মক্কা-মদিনা, মদিনা- জেদ্দা এবং মক্কা- জেদ্দায় যাতায়াতের পরিবহন সুবিধা থাকবে (ণ) সৌদি আরব থেকে প্রাপ্ত কোটার নির্দিষ্ট হজযাত্রীগণ মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-জামারায় ট্রেন সুবিধা প্রাপ্য হবেন। (ত) মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহসহ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। (থ) হজ ফ্লাইটের পূর্বে/পরে হজ ক্যাম্পের (ঢাকা আশকোনা) ডরমিটরিতে থাকার ব্যবস্থা থাকবে। হজ ক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকবে (দ) হজ যাত্রী ও গাইডদের হজের আহকাম-আরকান ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক ও পরিচালক, হজ এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। (ধ) প্রত্যেক হজযাত্রীকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে (ন) হজে গমনের সময় বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পে এবং রুট-টু-মক্কা অধীনে প্রেরিত হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সম্পন্ন করা হবে (প) হজ থেকে দেশে ফেরার পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা থেকে প্রত্যেক হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম এর পানি সরবরাহ করা হবে।

২.৪ **সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধন:** হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন ২০২১ অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০২২ খ্রি. (১৪৪৩ হিজরি) সনে নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত তালিকার প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন ফি ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা ব্যতিত অবশিষ্ট ২৮,০০০ (আটাশ হাজার) টাকা নিবন্ধনের সময় প্যাকেজ মূল্যের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে। প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ আগামী ১৮-০৫-২০২২ তারিখের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের যে কোনো শাখায় জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। ২০২০ সনের ৩টি প্যাকেজের যে কোনোটিতে নিবন্ধিত হজযাত্রীকে ২০২২ সনের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ-১ অথবা প্যাকেজ-২ এর যে কোনো একটি প্যাকেজ নির্বাচন করে প্যাকেজ স্থানান্তরের মাধ্যমে ২০২২ সনের জন্য নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-হজ সিস্টেমে প্যাকেজে স্থানান্তরের উক্ত অর্থ প্রাপ্তি তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করবে। অর্থ প্রাপ্তি

নিশ্চিত হলে হজযাত্রীকে **ই**-হজ সিস্টেম হতে তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করা হবে। যদি কোনো কোটা খালি থাকে, তাহলে অবশিষ্ট কোটা পূরণের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় অবশিষ্ট ক্রমের প্রাক-নিবন্ধিত প্রাক-নিবন্ধিতদের মধ্যে “কোটা থাকা স্বাপেক্ষে পাসপোর্ট এবং নিবন্ধনের অর্থসহ আগে আসিলে আগে পাইবেন ভিত্তিতে” পরিচালক হজ অফিস ঢাকার অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে পারবেন।

মহিলা ও শিশুসহ হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ “মাহারামসহ একই সঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন ফরম (ফরম-২)” পূরণ করে নিবন্ধন ভাউচার গ্রহণ করবেন। নিবন্ধন ভাউচারে উল্লিখিত হজযাত্রীগণের সকলকে একই গ্রুপের সদস্য হিসেবে একসঙ্গে হজে গমণ করতে হবে। ফরম-২ http://www.hajj.gov.bd/bn/forms/ এর “ফরমসমূহ” সেকশন হতে ডাউনলোড করা যাবে। গ্রুপের কোনো সদস্য পৃথক ফ্লাইটে সফর করতে চাইলে তাকে আলাদাভাবে নিবন্ধন করতে হবে। যে সব প্রাক নিবন্ধিত হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ জমা প্রদান করবেন না, তাঁরা হজে গমনে ইচ্ছুক নয় বলে গণ্য হবেন।

২.৫ (ক) **প্রাক-নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া:** সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তি প্রাক-নিবন্ধন বাতিলে ইচ্ছুক হলে ই-হজ ব্যবস্থাপনায় online refumd system এ আবেদন করবেন।

(খ) **নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া:** সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনের জন্য ২০২২ সনের নিবন্ধন সম্পন্ন করে প্যাকেজ মূল্য পরিশোধের পর হজ্জে যেতে ইচ্ছুক না হলে এবং নিবন্ধন বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত নিতে ইচ্ছুক হলে online refumd system এ আবেদন করবেন এবং লিখিতভাবে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকাকে অবহিত করবেন। এক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থ ব্যতিত অবশিষ্ট অর্থ তিনি ফেরত পাবেন। ২০২০ সনে যে সকল নিবন্ধিত হজ যাত্রী প্যাকেজ স্থানান্তরের মাধ্যমে ২০২২ সনে নিবন্ধন চূড়ান্ত করবেন না অথবা হজে যেতে পারবেন না, তাঁদের হজ নিবন্ধন বাতিল হবে এবং তাঁরা বিধি মোতাবেক নিবন্ধন অর্থ ফেরত পাবেন।

২.৬ **(ক) পাসপোর্ট:** হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। যার মেয়াদ ৪ জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত থাকতে হবে। পাসপোর্ট করার জন্য আবেদন করার সময় হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধনে ব্যবহৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্মনিবন্ধনের নম্বর হুবহু লিপিবদ্ধ করতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা যাবে না বা অন্য কোনোভাবে ছিদ্র করা যাবে না।

(খ) **ভিসা প্রাপ্তি:** হজযাত্রীদের জন্য ঢাকাস্থ হজ অফিসের মাধ্যমে সৌদি আরব গমনের ভিসা ও বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে। প্যাকেজ স্থানান্তর/নিবন্ধনের ৩ দিনের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের স্ব স্ব পাসপোর্ট নিজ দায়িত্বে বিনা ব্যর্থতায় হজ অফিস

ঢাকায় জমা দিতে হবে। ফ্লাইটের পূর্বে পাসপোর্ট ও টিকিট হস্তান্তর করা হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনার যে সকল হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট জমা করবেন না তাদের ভিসা বা টিকিট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা গ্রহণ করবে না।

২.৭ **হজ ফ্লাইট:** সরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজযাত্রী কেবল হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা থেকে ঢাকা-জেদ্দা এবং ঢাকা-মদিনা গমনাগমন করবেন। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য ঢাকা-জেদ্দা-মদিনা-মক্কা-জেদ্দা-ঢাকা রুটের জন্য ফ্লাইটভিত্তিক ট্রাভেল প্যাকেজ (যাঁরা একই হজ ফ্লাইটে যাবেন এবং একইসঙ্গে এক মোয়াল্লেমের অধীনে মক্কার বাড়ি হতে মুভমেন্ট করবেন) তৈরী করা হবে। হজযাত্রার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক সৌদি ই-হজ সিস্টেমে সকল তথ্য অগ্রিম প্রদান করে ভিসা করা হয় বিধায় পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি ব্যবস্থাপনার সকল হজযাত্রীকে নির্ধারিত ট্রাভেল প্যাকেজে হজে গমন ও প্রত্যাগমন করতে হবে।

২.৮ **মক্কা, মদিনা ও মিনার আবাসন:** সৌদি আরবে অবস্থিত কাউন্সেলর (হজ) এর সাথে পরামর্শক্রমে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনার বাড়ি/হোটেল বরাদ্দ করবেন। বাড়ি/হোটেলে স্বামী-স্ত্রীর জন্য পৃথক কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হবে না। মক্কা ও মদিনার বাড়ি/হোটেলের কক্ষ সৌদি ই-হজ সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসা করার সময় চূড়ান্ত করা হয় বিধায় বরাদ্দকৃত বাড়ি/হোটেলের কক্ষ পরিবর্তন করার কানো সুযোগ থাকবে না। মিনার স্থান সীমিত হওয়ার কারণে মিনার তাঁবুতে প্রত্যেক হাজীর জন্য সৌদি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থান বরাদ্দ থাকবে। সকল হজযাত্রীকে একই ধরনের বিছানায় অবস্থান করতে হবে।

২.৯ **(ক) লাগেজ:** (১) ট্রলিব্যাগ দৈর্ঘ্য ৬৫ সেমি প্রস্থ ৪৫ সেমি এবং উচ্চতা ২৫ সেমি, (২) হাত ব্যাগ দৈর্ঘ্য ৪৫ সেমি, প্রস্থ ৩৫ সেমি এবং উচ্চতা ২০ সেমি, (৩) পাসপোর্ট, টিকা কার্ড ও অন্যান্য জরুরি কাগজপত্র রাখার জন্য ছোট কীটব্যাগ হজযাত্রীগণকে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে (হজ প্যাকেজের অনুচ্ছেদ-৪.২২ দ্রষ্টব্য)। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নিজের নাম, পাসপোর্ট নম্বর, মোয়াল্লেম নম্বর, হজ এজেন্সির নাম, বাংলাদেশের মোবাইল নম্বর এবং সৌদি আরবে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির প্রতিনিধির মোবাইল নম্বর ইংরেজিতে লেখা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় লাগেজ হারানো গেলে পাওয়া সম্ভব হবে না।

**(খ) কুরবানি:** *তাছাড়া প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ অতিরিক্ত ৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১৯,৬৮৩.০০ (উনিশ হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকা পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।*

৩। **বেসরকারি ব্যবস্থাপনা**

৩.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের জন্য সর্বনিম্ন খাতভিত্তিক নিম্নবর্ণিত ব্যয় নির্ধারণ করা হলো :

| ক্রঃনং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ১. | বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটের-Dedicated Hajj Flight) : | |

| ক্রঃনং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ১.১ | বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া ১,২৮,৩৩১.০০ টাকা, এজেন্ট কমিশন ২১২৮.০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি ৫০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি P7 এবং P8 (E5) এর উপর ১৫% ভ্যাট ৩৩১.০০ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২,০০০.০০ টাকা, বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি ৮৫১.০০ টাকা, যাত্রী সুরক্ষা ফি ৮৫১.০০ টাকা, সৌদি আরবের বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ৩,৯৬০.০০ টাকা, হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৬৮৪.০০ টাকা, সৌদি আরবে সূরক্ষা চার্জ ৩৮৪.০০টাকা। | ১,৪০,০০০.০০ |
| | **উপ-মোট =** | ১,৪০,০০০.০০ |
| ২. | **সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য খরচ :** | |
| ২.১ | **মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া (ভ্যাটসহ) :**<br>মক্কা ও মদিনায় প্রতিহজযাত্রীর জন্য সৌদি সরকারের নির্ধারিত আয়তনের বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৪২০০ সৌঃরিঃ এর + ১% অতিরিক্ত ৪২ সৌঃরিঃ+ মদিনা- ১৪০০ সৌঃরিঃ)= ৫,৬৪২ সৌঃরিঃ+১৫% ভ্যাট +৬৪৮৮.৩০ সৌঃরিঃ×২৪.৩০ টাকা। | **১,৫৭,৬৬৫.৬৯** |
| ২.২ | সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ব্যয় (ভ্যাটসহ) (জেনারেল কার সিন্ডিকেট ফি, জেদ্দা, মক্কা, মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) বাস সার্ভিস ইত্যাদি): ১৭৫৪.৫৫ সৌদি রিয়াল (১৭৫৪.৫৫ × ২৪.৩০) | **৪২৬৩৫.৫৬** |
| ২.৩ | জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) : ১২.০০ সৌদি রিয়াল (১২×২৪.৩০) | **২৯১.৬০** |
| ২.৪ | অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ) : (হজযাত্রীদের মিনা ও আরাফায় তাঁবু, তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা, চাদর, বালিশ, কম্বল, সরবরাহ, এয়ারকন্ডিশন ও ওয়াটার কুলার স্থাপন এবং খাবার ও নাস্তা সরবরাহ) ২৫২০.০০ সৌদি রিয়াল (২৫২০.০০ × ২৪.৩০) | **৬১২৩৬.০০** |
| ২.৫ | ভিসা ফি (১৫% ভ্যাটসহ): ৩৪৫ সৌদি রিয়াল (৩৪৫×২৪.৩০) | **৮,৩৮৩.৫০** |
| ২.৬ | ইন্সুরেন্স ফি(১৫% ভ্যাটসহ): ১১০ সৌদি রিয়াল (১১০×২৪.৩০) | **২৬৭৩.০০** |
| | *উপ-মোট* | **২,৭২,৮৮৫.৩৫** |
| *বি.দ্র.: প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কোন ফি আরোপ করা হলে তা প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।* | | |
| ৩ | **অন্যান্য খরচ :** | |
| ৩.১ | **স্থানীয় সার্ভিস চার্জ:**<br>আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ, আই.টি সার্ভিস, রুট-টু-মক্কা, হজ ক্যাম্পে আবাসন ও প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি | ১,০০০.০০ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩.২ | হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড): | ২০০.০০ |
| ৩.৩ | প্রশিক্ষণ ফি | ৩০০.০০ |
| ৩.৪ | **খাওয়া খরচ** | ৩২,০০০.০০ |
| ৩.৫ | **হজ গাইড** | ১০,১৪৫.১২ |
| | উপ-মোট | ৪৩,৬৪৫.১২ |
| | সর্বমোট (১+২+৩) | ৪,৫৬,৫৩০.৪৭ **বা** ৪,৫৬,৫৩০.০০ |

**বি: দ্র:** (১) এই প্যাকেজে ট্রেন ভাড়া বাবদ ব্যয়, উন্নতমানের বাস সার্ভিস বাবদ ব্যয়, মক্কা ও মদিনা হতে বিমান বন্দরে লাগেজ পরিবহন বাবদ ব্যয় ও মদিনার ক্ষেত্রে ১% বাড়ি ভাড়া ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

**(২)** বেসরকারি এজেন্সিসমূহ অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত প্যাকেজ অনুসরণ করবে অথবা সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ-১, ও প্যাকেজ-২ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হজ প্যাকেজ প্রস্তুতপূর্বক অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারি ব্যবস্থাপনার ন্যায় হজযাত্রীদের জন্য সকল প্রকার সেবা ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

হজ এজেন্সি প্যাকেজ অনুযায়ী বাড়ি/হোটেল ভাড়াকরণ, ক্যাটারিং কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন ও হজযাত্রীদের সৌদি আরব গমনাগমন নিশ্চিত করবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সৌদি আরবে প্রত্যেকটি হজ এজেন্সির নিজ নামে ব্যাংক হিসাব সচল রাখতে হবে এবং উক্ত হিসাবের মাধ্যমে আবাসন ও খাবারের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। যে সব হজ এজেন্সি Saudi Arabian Monitoring Agency (SAMA) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব সচল রাখবে না এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বাড়ি/হোটেল ভাড়া ও খাবারের অর্থ পরিশোধ করবে না, সে সব হজ এজেন্সি হজযাত্রী প্রেরণে রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমোদন পাবে না। এ সংক্রান্ত সব কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করতে হবে। ১৩ জিলহজ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশি হজযাত্রীদের ৫০% মীনায় অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সিকে অবশ্যই সরকারি হজযাত্রীদের জন্য ন্যূনতম নির্ধারিত অতিরিক্ত সেবা ক্রয়ের চুক্তি সৌদি মোয়াল্লেমের সাথে করতে হবে।

নোট:

(১) প্রতি সৌদি রিয়াল ২৪.৩০ টাকা হারে ধরা হয়েছে।

(২) হজ প্যাকেজে রাজকীয় সৌদি সরকারের ১৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩) প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদত্ত ৫০ সৌ. রি. এবং জেনারেল কার সিন্ডিকেট এর অনুকূলে ১৮ সৌ. রি. সহ মোট ৬৮ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থ ১৫৬৪ (এক হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) টাকা প্রতি বেসরকারি হজযাত্রীর পক্ষে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি মোট হজযাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে সমপরিমাণ টাকার গ্যারান্টি হিসেবে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর জমা দিবেন। হজ কার্যক্রম শেষে জমাকৃত অর্থের পে-অর্ডার ফেরত পাবেন।

| | |
|---|---|
| | (৪) এজেন্সি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন করে গাইড নিযুক্ত করবে। গাইড হজযাত্রীর পক্ষে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে প্রশাসনিক কার্যাদির সমন্বয় এবং হজযাত্রীদের হজের আহকাম ও আরকান পালনে সহায়তা করবেন। |
| ৩.২ | **বেসরকারি হজযাত্রীর প্রাপ্য সুবিধাসমূহ:** (ক) হজ ভিসা (খ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও অন্য এয়ারলাইন্সযোগে নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুটে সরাসরি সৌদি আরবে যাওয়া-আসার সুযোগ (গ) সরকারি প্যাকেজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর কাছাকাছি হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা অন্যথা মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল নববীতে যাতায়াতের জন্য যানবাহন ব্যবস্থা (ঘ) ফ্লাইট সিডিউলের কারণে সৌদি আরবে অবস্থান কাল **৩০-৪৫** দিন হতে পারে। মদিনায় আবাসন সৌদি বাড়ি ভাড়ার সিস্টেম অনুযায়ী ৮ (আট) দিন হতে পারে, তবে ফ্লাইট সিডিউল অথবা অনিবার্য কারণে অবস্থানকাল কম/বেশি হতে পারে (ঙ) ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলে প্রতি জনের জন্য ছোট আকারে ০১ (এক)টি খাট, ১টি বিছানা, ১টি বালিশ ও ১টি কম্বল থাকবে (চ) কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে (ছ) ৪-৬ জনের জন্য ১টি সংযুক্ত/কমন গোসলখানা/টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকবে (জ) হোটেল/বাড়ির প্রতি কক্ষে/ ফ্লোরে এক বা একাধিক ফ্রিজ এর ব্যবস্থা থাকবে (ঞ) প্রতি হাজীর জন্য মীনার তাঁবুতে সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা, ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা থাকবে (ঞ) আরাফায় অবস্থানের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা থাকবে (ট) মুজদালিফায় অবস্থানের জন্য হজযাত্রীকে নিজে চাদর/বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। (ঠ) মিনায় এবং আরাফায় নির্ধারিত মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন করা হবে এবং মুজদালিফায় হজযাত্রীকে নিজে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে (ড) জেদ্দা-মক্কা, মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মিনা-মক্কা, মক্কা-মদিনা, মদিনা-জেদ্দা এবং মক্কা- জেদ্দায় যাওয়া-আসার জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হবে (ঢ) মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহসহ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। (ণ) হজ ফ্লাইটের পূর্বে/পরে ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পের ডরমিটরিতে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। হজ ক্যাম্পে ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকবে (ত) হজের আহকাম-আরকান ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক ও পরিচালক, হজ এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। (থ) প্রত্যেক হজযাত্রীকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে। (দ) **প্রতি ৪৪ জন** হজযাত্রীদের জন্য ১ জন দক্ষ গাইড নিয়োগ করা হবে। (ধ) হজে গমনের সময় বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পে এবং রুট-টু-মক্কার অধীনে প্রেরিত হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন, ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সম্পন্ন করা হবে। (ন) হজ থেকে ফেরার পর বাংলাদেশ বিমানে আগত হজযাত্রীদেরকে হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে প্রত্যেক হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম এর পানি সরবরাহ করা হবে এবং অন্য এয়ারলাইন্স এ আগত হজযাত্রীগণ জমজমের পানি সৌদি আরব থেকে সংগ্রহ করবেন। |

| | |
|---|---|
| ৩.৩ | **বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধন**<br>বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০২২ খ্রি. (১৪৪৩ হিজরি) সনে নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত তালিকার প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে জমজম পানি বাবদ-(১২.০০ সৌ.রি.)=২৭৬ (দুইশত ছিয়াত্তর) টাকা, ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ-(৪২সৌ.রি. + ১৫% ভ্যাট)=১১৭৩.৬৯ (এক হাজার একশত তিয়াত্তর টাকা উনসত্তর পয়সা) টাকা, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ বাবদ-১,০০০ (এক হাজার) টাকা, হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) বাবদ-২০০ (দুইশত) টাকা, প্রশিক্ষণ ফি বাবদ-৩০০ (তিনশত) টাকা এবং প্রাক-নিবন্ধন ফি বাবদ-২,০০০ (দুই হাজার) টাকাসহ সর্বমোট (২৯১.৬+১১৭৩.৬৯+১০০০.০০+২০০.০০+৩০০.০০+২০০০.০০)= ৪,৯৬৫.২৯ (চার হাজার নয়শত পয়ষট্টি টাকা উনত্রিশ পয়সা) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট (৩০,৭৫২.০০—৪,৯৬৫.২৯)=২৫,৭৮৬.৭১ (পঁচিশ হাজার সাতশত ছিয়াশি) টাকা একাত্তর পয়সা) টাকা (জনপ্রতি) নিবন্ধনের সময় নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির মোট হজযাত্রী সংখ্যার বিপরীতে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধের নিমিত্ত নিবন্ধনকারী এজেন্সির অনুকূলে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে ফেরৎ প্রদান করা হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর চুক্তি অনুযায়ী অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে আগামী ১৮-০৫-২০২২ তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন এবং অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলেই সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ইউজার হজযাত্রীকে পিলগ্রিম আইডি প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি বিমান ভাড়া বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর টিকিটের জন্য পে-অর্ডার ব্যতীত উত্তোলন করতে পারবেন না। |
| ৩.৪ | **প্রাক-নিবন্ধন বাতিল /স্থানান্তর প্রক্রিয়া**<br>বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তির লিখিত অনুরোধ/সম্মতির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে তার প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা স্থানান্তর করবে । এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,৭৫২/- (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে প্রাক-নিবন্ধন ফি ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং প্রসেসিং ফি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৫,৭৫২/- (পচিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক একাউন্টে ফেরত দেয়া হবে। কোনো হজযাত্রী স্বেচ্ছায় এজেন্সি পরিবর্তন করতে চাইলে এজেন্সি স্থানান্তরে বাধ্য থাকবে সেক্ষেত্রে তাকে পূর্বের এজেন্সিকে অতিরিক্ত ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। তবে কোটা পূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে এজেন্সি হজযাত্রী প্রেরণের জন্য মনোনীত না হলে, সে ক্ষেত্রে হজযাত্রীর সম্মতিক্রমে স্থানান্তর করা হলে হজযাত্রীর নিকট থেকে কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না। |

| | |
|---|---|
| ৩.৫ | বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীকে ৩.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থ ছাড়াও নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সিকে ঘোষিত হজ প্যাকেজের সমুদয় অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি খরচ বাবদ অতিরিক্ত ৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১৯,৬৮৩ (উনিশ হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকা (কম/বেশি) পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে। এক্ষেত্রে সৌদি সরকারের অনুমোদিত কুরবানির প্রজেক্টের মাধ্যমে কুরবানি করা সমীচীন। প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে মিনা-আরাফা এ মোয়াল্লেমের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ, মক্কা-মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া সৌদি আরবে প্রেরণ করতে হবে। হজ গাইড বাবদ খরচ প্রত্যেক হজ এজেন্সি নিজ নিজ হজ প্যাকেজ অনুযায়ী নির্ধারণ করবে। |
| ৩.৬ | হজ এজেন্সিসমূহ তাদের হজযাত্রীগণের বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ সরাসরি যাতায়াত নিশ্চিত করবে। |
| ৩.৭ | প্রতিস্থাপন (Replacement): নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী মৃত্যুজনিত বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজযাত্রা না করতে পারলে অন্য কোনো প্রাক্-নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি হজে প্রেরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে অনলাইনে ফরম-১০ পূরণ করে আবেদন করতে হবে। আবেদনটি অনুমোদিত হলে প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীর পিলগ্রিম আইডি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন হজযাত্রী প্রাপ্য হবেন। তবে কোনো অবস্থাতেই একটি এজেন্সি ৫% এর বেশি হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। প্রতিস্থাপন এর ক্ষেত্রে নতুন করে নিবন্ধন করার প্রয়োজন নেই। প্রতিস্থাপনকৃত ও প্রতিস্থাপনকারী হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন হজের পরে বাতিল হয়ে যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রতিস্থাপনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। সৌদি আরবে হজ এজেন্সির কোটা প্রেরণের পরে প্রতিস্থাপন (Replacement) কার্যক্রম শুরু হবে।<br><br>সৌদি বিধানের কারণে অত্যাবশ্যক এই পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান প্রতিস্থাপন (রিপ্লেসমেন্ট) প্রক্রিয়ার পরিবর্তে হজ এজেন্সি ইউজার তাঁর এজেন্সিতে ৬৫ বছররের ঊর্ধ্বে নিবন্ধিত এবং ২০২০ সনে নিবন্ধনের সময় উক্ত নিবন্ধিতের সঙ্গে সংশ্লিস্ট নিবন্ধিত ৬৫ বছরের কম বয়সী মহিলা/অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের যাঁরা মাহরামজনিত কারণে যেতে পারবেন না, সেই তালিকার বিপরীতে সমসংখ্যক প্রাক-নিবন্ধিতকে সরাসরি পিলগ্রিম আইডি প্রদান করতে পারবেন। এই তালিকার জন্য কোটা নির্ধারিত থাকবে না। |
| ৩.৮ | শুধু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘোষিত বৈধ হজ এজেন্সি হজ অফিস, ঢাকার সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনপূর্বক হজ প্যাকেজ ঘোষণা করত: হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবে। ঘোষিত প্যাকেজে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন খাতের অর্থের বিভাজন এবং হজযাত্রীর প্রদেয় সেবার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি (হজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফরম-১৫) সম্পাদন ব্যতিরেকে কোনো হজ এজেন্সি হজ বাবদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি চুক্তির মূল কপি হজযাত্রীর নিকট প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি একটি অনুলিপি ঢাকাস্থ হজ অফিসে জমা প্রদান করবে এবং এক কপি নিজ অফিসে সংরক্ষণ করবে। উক্ত চুক্তির বাংলাসহ আরবি ভাষায় অনুবাদকৃত কপি বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, সৌদি আরবে জমা দিতে হবে। |

| | |
|---|---|
| ৩.৯ | বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীগণ প্যাকেজ মূল্যের মোট টাকা থেকে নিবন্ধনের সময় পরিশোধিত ১,৫১,৯৯০.০০ (এক লক্ষ একান্ন হাজার নয়শত নব্বই) টাকার অবশিষ্ট অর্থ হজযাত্রী কর্তৃক পরিশোধ করার পর প্যাকেজের সমুদয় অর্থ হজ এজেন্সির নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক হিসাব বিবরণী হজ অফিস, ঢাকার বরাবরে জমাদান নিশ্চিত করতে হবে। ব্যাংকসমূহ নিবন্ধনের অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিশোধ করবে। নিবন্ধনের সময় গৃহীত এই টাকা এবং প্রাক্-নিবন্ধন বাবদ প্রাপ্ত টাকা হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া বাবদ এয়ারলাইন্স বাবদ পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ এবং সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন খাতে IBAN এর মাধ্যমে প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উত্তোলন করতে পারবে না। কোনো ব্যাংক হজ এজেন্সি/হজযাত্রীকে হজ বাবদ কোনো প্রকার ঋণ প্রদান করতে পারবে না। |
| ৩.১০ | নিবন্ধনকারী প্রত্যেক হজ এজেন্সি নিবন্ধিত হজযাত্রীদের সমন্বিত একটি তালিকা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট মহানগর/জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন/উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার নিকট যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। |
| ৩.১১ | বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মক্কা ও মদিনায় অবশ্যই বাড়ি/হোটেল ভাড়া এবং হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী ক্যাটারিং কোম্পানির সাথে খাবার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম সমাপ্ত করে মক্কাস্থ হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় থেকে নিজ নিজ এজেন্সির অনুকূলে নির্দিষ্ট বারকোড/স্টিকার সংগ্রহ করতে হবে। হজযাত্রীদেরকে মক্কা/মদিনায় তাসরিয়া/তাসনিফযুক্ত এক/একাধিক বাড়ি/হোটেলে রাখা যাবে। সৌদি নিয়ম মোতাবেক হারাম শরীফ থেকে ২ (দুই) কিলোমিটার বা এর অধিক দূরত্বে বাড়ি/হোটেল অবস্থানের ব্যবস্থা করলে অবশ্যই যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। |
| ৩.১২ | প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে অবশ্যই সৌদি আরবের বিধি-বিধান মেনে বাড়ি/হোটেল ভাড়া করতে হবে এবং বাড়ী ভাড়ার অর্থসহ মুয়াল্লিমের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ ও ক্যাটারিং বাবদ খরচ ও অন্যান্য খরচের অর্থ হজ এজেন্সির সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। কোনোক্রমেই তাসরিয়া/তাসনিফ ব্যতীত বাড়ি/হোটেলের সাথে চুক্তি করা যাবে না এবং চুক্তিবিহীন বাড়ি/হোটেলে হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা করা যাবে না এবং বাড়ি/হোটেল ভাড়ার অর্থ নগদ পরিশোধ করা যাবে না। মক্কা ও মদিনার বাড়িভাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে তাসরিয়া/তাসনিফ অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। মক্কায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত নির্ধারিত বাড়ীতেই অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। কোনোক্রমেই আবাসনের জন্য তাসরিয়া/তাসনিফসহ ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেল ছাড়া অন্যত্র হজযাত্রীদের রাখা যাবে না। এর ব্যত্যয় সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের নিকট চরম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। |
| ৩.১৩ | রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেকটি হজ এজেন্সিকে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মাধ্যমে নিবন্ধিত হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে অবস্থানকালে দৈনিক ৩ (তিন) বেলা খাবার সরবরাহ করতে হবে। খাবার সরবরাহ করা না হলে এ বাবদ গৃহীত টাকা হজযাত্রীকে ফেরত দিতে হবে। |

| | |
|---|---|
| ৩.১৪ | হজ এজেন্সিসমূহ পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এবং এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নিজ নিজ হজযাত্রী প্রেরণের তারিখ/হজ ফ্লাইট সিডিউল চূড়ান্ত করবে। |
| ৩.১৫ | প্রত্যেক হজ এজেন্সি এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করে হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরব গমণাগমনের টিকিট সংগ্রহ করবে। পরিবহনকৃত হজযাত্রীদের সংখ্যা ও প্রদত্ত টিকিট অনুযায়ী বিমান ভাড়ার অর্থ হজযাত্রী পরিবহনে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করবে। সুষ্ঠুভাবে হজ ফ্লাইট পরিচালনার লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ সকল টিকিট বিক্রি/বুকিং সরাসরি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির সমসংখ্যক হজযাত্রীর অনুকূলে বরাদ্দ ও ইস্যু করবে এবং দৈনিকভিত্তিক অনলাইনে প্রদর্শন করবে। হজ এজেন্সি ব্যতীত অন্য কোনো এজেন্সিকে হজযাত্রীর টিকেট বিক্রয়ের জন্য দেওয়া যাবে না। কোনো এজেন্সিকে কোনো অবস্থাতেই ৩০০ এর অধিক টিকেট প্রদান করা যাবে না। |
| ৩.১৬ | প্রতি হজযাত্রীর জন্য নিবন্ধনের সময় আদায়কৃত বিমান ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি পে-অর্ডারের মাধ্যমে এয়ারলাইন্স বরাবর প্রদান করা হবে। এজেন্সি এই টাকা উত্তোলন করতে পারবে না। এয়ারলাইন্সসমূহ সরাসরি হজ এজেন্সি বরাবর বিমানের টিকেট সরবরাহ করবে। টিকেট সরবরাহের পূর্বে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ করার নিমিত্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, হাব ও এয়ারলাইন্সসমূহের সমন্বয়ে সভা করবে। |
| ৩.১৭ | হজযাত্রীগণ পাসপোর্ট সংগ্রহ করে অনুমোদিত হজ এজেন্সির সহযোগিতায় সৌদি দূতাবাস হতে ইস্যুকৃত ভিসার মাধ্যমে হজে গমন করবেন। ই-হজ সিস্টেমে হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্স কর্তৃক হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার তথ্য অনলাইনে হালনাগাদ ব্যতিরেকে হজযাত্রীদের ভিসার জন্য হজ অফিস, ঢাকা হতে পাসপোর্ট সৌদি দূতাবাসে প্রেরণ করা হবে না। হজ এজেন্সি হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার হালনাগাদ তথ্য, এয়ারলাইন্স হতে প্রত্যয়নপত্র এবং হাবের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে তা হজ অফিস, ঢাকায় যাচাইয়ের জন্য জমা দিবে। |
| ৩.১৮ | বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ট্রলিব্যাগ ও কীটব্যাগ নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে হজ প্যাকেজের অনুচ্ছেদ-৪.২২ অনুসরণযোগ্য। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নিজের নাম, পাসপোর্ট নম্বর, মোয়াল্লেম নম্বর, হজ এজেন্সির নাম, বাংলাদেশের মোবাইল নম্বর এবং সৌদি আরবে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির প্রতিনিধির মোবাইল নম্বর ইংরেজিতে লেখা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় লাগেজ হারানো গেলে পাওয়া সম্ভব হবে না। |
| ৩.১৯ | হজ প্যাকেজের অর্থ হজযাত্রীগণ হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে এজেন্সিসমূহ শুধু এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত রশিদমূলে হজযাত্রীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। কোনো হজ এজেন্সি দালাল বা তথাকথিত কাফেলার লিডার/তথাকথিত গ্রুপ লিডারের মাধ্যমে হজযাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। হজে গমনেচ্ছু প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের পূর্বে হজে গমনেচ্ছুদের নিকট থেকে প্রাক্-নিবন্ধনের ফি ও জামানতের অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। শুধু নিবন্ধন তালিকায় প্রকাশিত হজযাত্রীদের নিকট হতে হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা যাবে। |

| | |
|---|---|
| ৩.২০ | প্রত্যেক এজেন্সি হজ প্যাকেজ, হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, বারকোড/স্টিকার নম্বর ইত্যাদি তথ্য; হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, হজ অফিস, ঢাকা ও এজেন্সির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র; মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, বাড়ির রোড/এলাকার নাম; নিয়োজিত প্রতিনিধি ও হজকর্মীর সৌদি আরবে এবং বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং প্রকাশিত তথ্যের সফট্‌কপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে। |
| ৩.২১ | হজযাত্রীর মোবাইল/ফোন নম্বর না থাকলে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করার জন্য দুইজন নিকট আত্মীয়ের মোবাইল নম্বর আবেদনপত্রে এবং হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হবে। |
| ৩.২২ | প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন আইটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ হজগাইড নিয়োগ করবে। |
| ৩.২৩ | প্রত্যেক হজ এজেন্সি সর্বনিম্ন ১০০ (একশত) জন এবং সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) জন হজযাত্রী হজে প্রেরণ করতে পারবে। |
| ৩.২৪ | কোনো এজেন্সি কোটার কম হজযাত্রী পেলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তি হিসাবে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ না করা হলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ হজযাত্রীদের লিখিত সম্মতিক্রমে অন্য বৈধ হজ এজেন্সিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। নিবন্ধনকারী এজেন্সির সাথে স্থানান্তরকারী এজেন্সি তার হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ নিবন্ধনকারী এজেন্সির একাউন্টে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে অবশ্যই জমা প্রদান করবে। হজযাত্রী নিবন্ধন থেকে শুরু করে হজযাত্রী প্রেরণ ও দেশে প্রত্যাগমন এবং সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রাপ্য সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব নিবন্ধনকারী এজেন্সিকে বহন করতে হবে। |
| ৩.২৫ | রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক মক্কাস্থ হাব প্রতিনিধির সাথে পরামর্শক্রমে কাউন্সেলর (হজ), মক্কা কর্তৃক মক্কা আল-মোকাররমা এবং মদিনা আল-মুনাওয়ারায় মোট হজযাত্রীর ১% হারে অতিরিক্ত সিট ভাড়া নিশ্চিত করা হবে। |
| ৩.২৬ | ফ্লাইটের সময়সূচির ব্যাপারে স্থানীয় সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তন ছাড়া মিশন বা এজেন্সি কিংবা এয়ারলাইন্স কর্তৃক কোনো পরিবর্তন সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। |
| ৩.২৭ | জেদ্দাস্থ বিমানবন্দর অথবা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমনকালে হজযাত্রীদের সাথে অথবা হজ এজেন্সির বৈধ প্রতিনিধির নিকট মদিনার আবাসনের চুক্তির কপি থাকতে হবে। |
| ৩.২৮ | মক্কা-আল-মোকাররমা অথবা বাংলাদেশ থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমনের জন্য সকল হজযাত্রীর মদিনায় আবাসন চুক্তির বিবরণী Online-এ থাকতে হবে। |

| | |
|---|---|
| ৩.২৯ | একই হজ ফ্লাইটে ৩ টির অধিক হজ এজেন্সির হজযাত্রী পরিবহন করতে পারবে না। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ৪৪ জনে (কম/বেশি) ১ জন করে দক্ষ গাইড হিসেবে নির্দিষ্ট থাকতে হবে; যা হজ ফ্লাইট শুরুর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন করতঃ ঢাকা হজ অফিসে প্রেরণ করতে হবে। |
| ৩.৩০ | হজের পূর্বে ২৫ জিলক্বদ ১৪৪৩ হিজরির পরে কোনো হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা কিংবা জেদ্দা থেকে সড়ক পথে মদিনা-আল -মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না। |
| ৩.৩১ | হজের পূর্বে ৫ জিলহজের পরে কোনো হজযাত্রী মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে পারবেন না। |
| ৩.৩২ | হজের পূর্বে ৫ জিলহজের পরে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থানের লক্ষ্যে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার কোনো চুক্তি করা যাবে না। |
| ৩.৩৩ | হজের পরে মক্কা থেকে ১৪ জিলহজের পূর্বে কোনো হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না। |
| ৩.৩৪ | আকাশ পথে জেদ্দা থেকে মদিনা যাওয়ার সর্বশেষ তারিখ ২ জিলহজ তবে সেক্ষেত্রে ৫ জিলহজের পূর্বে মদিনা-জেদ্দার ফিরতি টিকেটে বুকিং কনফার্ম থাকতে হবে। |
| ৩.৩৫ | বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম নির্বাচন ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা হজ এজেন্সিসমূহ প্রতিপালন করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোনাজ্জেমদের হজ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সৌদি সরকারের ভিসা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করে ভিসা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হবে। |
| ৩.৩৬ | বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বছর মিসফালাহ, জিয়াদ, শিয়াবে আমের, গাজ্জা, জারোয়াল, সৌকিয়া ও আজিজিয়া এলাকায় গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে। |
| ৩.৩৭ | সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত/নির্দেশনাসমূহ প্রত্যেকটি হজ এজেন্সি অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। |
| ৩.৩৮ | কোনোক্রমেই একটি ফ্লাইটে ৩ (তিন) জন মোয়াল্লেমের আওতা বহির্ভূত হজযাত্রী প্রেরণ করা যাবে না। |
| ৩.৩৯ | ই-হজ ম্যানেজমেন্ট চালু হওয়ায় বাড়ি ভাড়া, পরিবহন, মুয়াল্লেমের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ ও ক্যাটারিং সার্ভিসকে প্রদত্ত অর্থসহ সকল অর্থ ই-পেমেন্টের (স্ব স্ব এজেন্সির নামে খোলা IBAN নম্বর) মাধ্যমে সৌদি আরবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। |
| ৩.৪০ | হজযাত্রীর ভিসাযুক্ত পাসপোর্টের পিছনে (Back Cover) মোয়াল্লেম নম্বর, মক্কা/মদিনার আবাসনের ঠিকানা সম্বলিত প্রিন্টেড স্টিকার সংযুক্ত করতে হবে। প্রিন্টেড স্টিকার প্রদান করা সম্ভব না হলে কমপক্ষে হাতে লেখা মোয়াল্লেম নম্বর, মক্কা/মদিনার আবাসন ঠিকানা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীদের জেদ্দা বিমানবন্দর হতে সৌদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক |

| | |
|---|---|
| | দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সির হজ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি বাতিল করতে পারে। উক্ত পাসপোর্টের সাথে বিমানের টিকেটও সংযুক্ত থাকতে হবে। একই সঙ্গে প্রত্যেক হজযাত্রীর বাড়ি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বাড়িভিত্তিক লাল/সবুজ/হলুদ/নীল/গোলাপী রঙের কাগজ লাগাতে হবে। এটি ব্যতীত কোনো হজযাত্রীকে ঢাকাস্থ হজ অফিসে আনা যাবে না। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীর তালিকা, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকেটসহ এজেন্সির মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের হজ অফিসে নিয়ে আসবেন। |

**৪. সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য তথ্যাদি ও করণীয়:**

| | |
|---|---|
| ৪.১ | (ক) হজযাত্রীদের বয়ষসীমা: ১৪৪৩ হিজরি/২০২২ সনের ৬৫ বছর (পাসপোর্ট অনুযায়ী যাদের জন্ম তারিখ ১ জুলাই ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ এবং পরবর্তী) এর কম বয়সী ব্যক্তিই কেবল হজ পালনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।<br>(খ) হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে, যার মেয়াদ ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত থাকতে হবে। পাসপোর্ট করার জন্য আবেদন করার সময় হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধনে ব্যবহৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধনের নম্বর হুবহু লিপিবদ্ধ করতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্টের তথ্যপাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা যাবে না বা অন্য কোনোভাবে ছিদ্র করা যাবে না। সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজেনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে জেলাভিত্তিক হজযাত্রীদের ১০ (দশ) আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করা হবে। |
| ৪.২ | মাহারাম ব্যতীত কোনো মহিলা হজযাত্রী কোনোক্রমেই হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হবে না। মহিলা হজযাত্রীকে মাহারামের সাথে একত্রে নিবন্ধন করতে হবে। |
| ৪.৩ | এয়ারলাইন্স সমূহ প্রয়োজেনে বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কোনো এয়ারলাইন্স এর মাধ্যমে হজযাত্রী পরিবহন করতে পারবে। |
| ৪.৪ | নিবন্ধিত হজযাত্রীর মৃত্যু/গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ ফেরত দেয়া হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী কর্তৃক জমাকৃত সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি সৌদি আরবে প্রেরণের পরে কোনো অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য হবে না। শুধু সৌদি কর্তৃপক্ষ ফেরত দিলেই তা ফেরতযোগ্য হবে। |
| ৪.৫ | বাংলাদেশি টাকার সাথে মার্কিন ডলার ও সৌদি রিয়াল এর বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর্ধিত টাকা ও বিমান ভাড়া হজযাত্রীকেই পরিশোধ করতে হবে। |
| ৪.৬ | হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন। |
| ৪.৭ | হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা, Covid-১৯ ভ্যাকসিন ও বুস্টার ডোজ গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। |

| | |
|---|---|
| ৪.৮ | হজে গমনেচ্ছু প্রত্যেক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদ সংযুক্ত করতে হবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল ফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি এবং Online-এ হালনাগাদ করবে। |
| ৪.৯ | হজযাত্রীর সৌদি আরব অবস্থানকাল সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। হজযাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত এয়ারলাইন্সসমূহ হজযাত্রীদের যাওয়া এবং ফিরতি ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস বাংলাদেশে প্রদান করবে এবং কোনো সম্মানিত হজযাত্রী বোর্ডিং পাস হারিয়ে ফেললে এয়ারলাইন্স ডুপ্লিকেট বোর্ডিং পাস ইস্যু করবে। |
| ৪.১০ | সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্য সৌদি আরব যাত্রার ন্যূনতম ৩ (তিন) দিন পূর্বে ঢাকাস্থ আশকোনা হজক্যাম্পে আগমন করবেন। হজক্যাম্পে অবস্থানকালে হজের বিভিন্ন আহকাম-আরকানসহ জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ও অডিও ভিজুয়্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হজযাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। |
| ৪.১১ | এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমণকালে কোনো হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ সঙ্গে নেয়া যাবে না। হজযাত্রী গাইড বা সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি জর্দ্দা, গুলসহ নেশাজাতীয় দ্রব্য, চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ খাদ্যদ্রব্য যেমন: রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনোক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না। |
| ৪.১২ | সৌদি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে হজযাত্রীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা যাবে না। এক্ষেত্রে স্বীকৃত খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। |
| ৪.১৩ | ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ কোনো ক্রনিক ডিজিজের রোগীরা প্রেসক্রিপশনসহ অবশ্যই ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের ঔষধ সঙ্গে নিয়ে যাবেন। |
| ৪.১৪ | প্রতি হজযাত্রীর জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পিলগ্রিম আইডি কার্ড প্রদান করা হবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের আইডি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এটি সৌদি আরবে সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে। |
| ৪.১৫ | আল-মাশায়ের আল-মোকাদ্দাসার (মিনা-আরাফা- মুজদালিফা) বাস ভাড়ার কুপনের অর্থ ফেরতযোগ্য নয়। |

| | |
|---|---|
| ৪.১৬ | হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। |
| ৪.১৭ | সৌদি আরবে অবস্থানকালে বাসস্থানের বাইরে গেলে হজযাত্রীকে পরিচয়পত্র, মোয়াল্লেম কার্ড ও হোটেলের কার্ড অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে এবং মহিলা হজযাত্রীদের স্কার্ফের মধ্যভাগে অবশ্যই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছাপ থাকতে হবে। |
| ৪.১৮ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ভিসা প্রদানসহ আধুনিক হজ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার ও সিস্টেম প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করবে। |
| ৪.১৯ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠেয় হজ চুক্তিতে বর্ণিত/উল্লিখিত নির্দেশনা/শর্তসমূহ সকল হজযাত্রী অনুসরণে বাধ্য থাকবে। ভিক্ষা, রাজনৈতিক সমাবেশ, অনৈতিক কাজসহ যে কোনো অপরাধমূলক কাজের বিষয়ে সৌদি সরকার তাদের প্রচলিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। |
| ৪.২০ | হজযাত্রীদের মালামাল যাতে না হারায় এবং Mishandle হলে খুঁজে বের করে নিরাপত্তা বিধান করা যায় সে বিষয়ে এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া Luggage Tracking System (LTS) চালু করতে হবে যাতে দ্রুততার সাথে যে কোনো সময়ে Luggage সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীদের প্রদান করা যায়। লাগেজের বিষয়ে সকল হজযাত্রীকে অবশ্যই এয়ারলাইন্সসমূহের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। এজন্য সকল হজযাত্রীকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশ/পরামর্শ ভাল করে পড়া/পালনের অনুরোধ করা যাচ্ছে। |
| ৪.২১ | রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক/দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত সকল হজযাত্রীকে সৌদি আরবে দাফন করা হবে। হজ মৌসুম শেষে মৃত হাজীর মৃত্যু সনদ (ডেথ সার্টিফিকেট) হজ অফিস, ঢাকার মাধ্যমে মৃতের ওয়ারিশ/বৈধ প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হবে। |
| ৪.২২ | **লাগেজ:** ট্রলিব্যাগ ও কীটব্যাগ সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণকে নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হবে। হজযাত্রীদের লাগেজে নাম, আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নম্বর, বাংলাদেশের মোবাইল নম্বর ও মোয়াল্লেম নম্বর ইংরেজিতে লেখা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় লাগেজ হারানো গেলে পাওয়া সম্ভব হবে না। সকল হজযাত্রীকে অবশ্যই এয়ারলাইন্সসমূহ এবং বাংলাদেশ ও সৌদি কর্তৃপক্ষের লাগেজ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। এজন্য সকলকে অনুমোদিত এয়ারলাইন্সসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশ/পরামর্শ মেনে চলতে হবে। লাগেজের সংখ্যা, ওজন ও আকার অবশ্যই নিম্নরূপ হবে : |

| বর্ণনা | সংখ্যা | ওজন | আকার |
|---|---|---|---|
| চেক-ইন-ব্যাগ | ২ | প্রতিটি সর্বোচ্চ ২৩ কেজি | ৬৫ সে.মি. ×৪৫ সে. মি.×২৫ সে.মি. |
| হাত ব্যাগ (হ্যান্ড লাগেজ) | ১ | সর্বোচ্চ ৭ কেজি | ৪৫ সে. মি.×৩৫ সে. মি.×২০ সে. মি. |

| | |
|---|---|
| ৪.২৩ | **হারানো লাগেজ:** হজযাত্রী জেদ্দা/মদিনা এয়ারপোর্টে লাগেজ না পেলে তা বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় জানাবেন। ঢাকায় ফেরত আসার পথে হারিয়ে গেলে এয়ারপোর্টে "লস্ট এন্ড ফাউন্ড" সেকশনে জানাতে হবে। লাগেজ পাওয়া গেলে, হেল্পডেস্ক হতে হজযাত্রী/তার গাইড বা এজেন্সির প্রতিনিধিকে ফোন করা হবে। |
| ৪.২৪ | **জমজমের পানি:** প্রত্যেক হজযাত্রী ৫ লিটার জমজম পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বা সৌদি এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তাঁর এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কীভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো। |
| ৪.২৫ | **হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা:** বাংলাদেশ সরকার মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশী ডাক্তার দিয়ে একটি করে চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করে। এছাড়াও জেদ্দায় সার্বক্ষণিকভাবে হজ চিকিৎসক দল কাজ করে। চিকিৎসা কেন্দ্রে হেল্পডেস্ক হতে প্রোফাইলসহ ট্রিটমেন্ট কার্ড দেয়া হয়, যা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। চিকিৎসা কেন্দ্রে আসার পূর্বে হজযাত্রীকে পুরোনো প্রেসক্রিপশন/সৌদি আরবে ইস্যু করা ট্রিটমেন্ট কার্ড সঙ্গে আনার পরামর্শ দেয়া হলো। |
| ৪.২৬ | **বাংলাদেশ হজ অফিস:** হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা ও জেদ্দা এয়ারপোর্টে বাংলাদেশ হজ অফিস কার্যকর থাকবে। সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা এই অফিসসমূহে সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করে থাকেন। হজযাত্রীগণকে কোনো অসুবিধায় প্রয়োজনীয় তথ্য/দালিলিক কাগজসহ নিকটস্থ হজ অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। |
| ৪.২৭ | **অভিযোগ:** হজযাত্রীদের কোনো অভিযোগ থাকলে হেল্পডেস্ক হতে অভিযোগ ফরম (১৭ ক বা ১৭ খ) সংগ্রহ করে তাদের অভিযোগ হজ অফিস, ঢাকা বা বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় জানাতে পারবেন। অভিযোগের বিপরীতে আনুষঙ্গিক কাজগপত্রসহ শুনানিতে উপস্থিত হতে হবে। |
| ৪.২৮ | হজ ফ্লাইট সিডিউল এবং ফ্লাইট চলাচল সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করতে হবে। হজ টাস্কফোর্সের আহ্বায়কের তত্ত্বাবধানে হজ ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম হতে এ তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, হজ টাস্কফোর্স, ও এয়ারলাইন্সসমূহ যৌথভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করবে। হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সসমূহ প্রতিটি ফ্লাইটে Passenger Name List (PNL) তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে হজ সিস্টেমে নির্ধারিত ই-মেইলে সফ্টকপি প্রেরণ করবে। |

| | |
|---|---|
| ৪.২৯ | প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ভিসা বা হজ ব্যবস্থাপনায় কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী এবং হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে। |
| ৪.৩০ | অতিরিক্ত তথ্য জানার প্রয়োজন হলে হজ তথ্যসেবা কেন্দ্রের ফোন: +৮৮০৯৬০২৬৬৬৭০৭ অথবা পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমান বন্দর, ঢাকা এর ফোন: ৪৮৯৫৮৪৬২ অথবা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার ফোন: ৫৫১০১১১৮-এ যোগাযোগ করা যাবে। এছাড়াও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং জেলায় অবস্থিত উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় হতে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। |
| ৪.৩১ | **কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি:** (১) সৌদি আরবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত কোভিড ভ্যাকসিনের দুই ডোজ এবং ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ গ্রহণের সার্টিফিকেট হজের পুরো সফরে ব্যবহারের লক্ষ্যে একাধিক কপি/আইডি কার্ড আকারে লেমিনেট কপি হজযাত্রীকে প্রস্তুত রাখতে হবে; (২) নিবন্ধন ব্যতীত কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে থাকলে অথবা ‘সুরক্ষা’ এ্যাপসে টিকা নেওয়ার তথ্য আপগ্রেড নেই এমন হজযাত্রীকে টিকা গ্রহণের তথ্য ‘সুরক্ষা’ এ্যাপসে অন্তর্ভুক্তিক্রমে টিকার সাটিফিকেট গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ টিকা গ্রহণ করলেই চলবে না টিকা গ্রহণের সার্টিফিকেট অবশ্যিই সঙ্গে নিতে হবে; (৩) হজ গমনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে কোভিড পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট সঙ্গে নিতে হবে; (৪) সকল স্থানে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক। |
| **৫.০০** | **২০২০ সালে নিবন্ধিত হজযাত্রীদের প্যাকেজ স্থানান্তর সংক্রান্ত জরুরী নির্দেশনা:** |
| ৫.১ | **সরকারি হজযাত্রী নিবন্ধন:**<br><br>২০২০ সনের ৩টি প্যাকেজের যে কোনোটিতে নিবন্ধিত হজযাত্রীকে ২০২২ সনের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ-১ অথবা প্যাকেজ-২ এর যে কোনো একটি প্যাকেজ নির্বাচন করে প্যাকেজ স্থানান্তরের মাধ্যম ২০২২ সনের জন্য নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-হজ সিস্টেমে প্যাকেজ স্থানান্তরের উক্ত অর্থ প্রাপ্তি তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে করবে। অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে হজযাত্রীকে ই-হজ সিস্টেম হতে তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করা হবে। যদি কোনো কোটা খালি থাকে, তাহলে অবশিষ্ট কোটা পূরণের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় অবশিষ্ট ক্রমের প্রাক-নিবন্ধিত প্রাক-নিবন্ধিতদেরমধ্যে “কোটা থাকা সাপেক্ষে পাসপোর্ট এবং নিবন্ধনের অর্থসহ আগে আসিলে আগে পাইবেন ভিত্তিতে” পরিচালক, হজ অফিস ঢাকার অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন করতে পারবেন। ২০২০ সনে যে সকল নিবন্ধিত হজযাত্রী প্যাকেজ স্থানান্তরের মাধ্যমে ২০২২ সনে নিবন্ধন চূড়ান্ত করবেন না অথবা হজে যেতে পারবেন না, তাঁদের হজ নিবন্ধন বাতিল হবে এবং তাঁরা বিধি মোতাবেক নিবন্ধন অর্থ ফেরত পাবেন। |

| | |
|---|---|
| ৫.২ | **বেসরকারি হজযাত্রী নিবন্ধন:**<br><br>বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর চুক্তি অনুযায়ী ২০২০ সনের নিবন্ধনের অর্থ সমন্বয় করে ২০২২ সনের প্যাকেজে ঘোষিত অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে আগামী ১৮ মে ২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করবেন। হজযাত্রীর কাছ হতে প্যাকেজে ঘোষিত অর্থ প্রাপ্তির পরেই সংশ্লিষ্ট এজেন্সির ইউজার হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে তাঁর পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি বিমান ভাড়া বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর টিকিটের জন্য পে-অর্ডার ব্যতীত উত্তোলন করতে পারবে না। |

**কাজী এনামুল হাসান**, এনডিসি
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd